MAR. 28 2002

দৈনিক সংবাদ

প্রয়োজন কেবল একটুখানি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

প্রতি বছর নরসিংদীতে দুর্নীতির মাধ্যমে অযোগ্য শিক্ষকরা নিয়োগ পাচ্ছেন

আতাউর রহমান ফারুক, মনোহরদী (নরসিংদী) থেকে ঃ কর্তৃপক্ষের সামান্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থার অভাবে প্রতি বছর নরসিংদীতে অভিনব দুর্নীতির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অযোগ্য প্রার্থী প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করছেন। আসন্ন সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাকে সামনে রেখে এই অভিযোগ উঠেছে জোরালোভাবে।

সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দেশের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সে অনুযায়ী প্রার্থীদের মধ্যে তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে অন্যবারের মতোই পর্দার অন্তরালে চলছে নানা ধরনের খেলা। সে অনুযায়ী অযোগ্য ও দুর্নীতিবাজ প্রার্থীরা মেধাবী উচ্চ শিক্ষিত অন্য একজন প্রার্থী জোগাড় করার চেষ্টা করছেন বা করে থাকেন। তা হতে পারে বা হয়ে থাকে টাকার বিনিময়ে কিংবা আত্মীয় বা বন্ধুত্বের সুবাদে। এরা অযোগ্য প্রার্থীকে সহযোগিতাকারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন লিখিত পরীক্ষার সময়। নির্দিষ্ট সে রকম প্রার্থী ও অযোগ্য প্রার্থীর সঙ্গে যথানিয়মে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে আবেদনপত্র জমা করেন। পরবর্তীকালে অযোগ্য, প্রকৃত কার্য প্রার্থী বা তার কোন নিকট জনের তৎপরতা ও শিক্ষা অফিসের কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মচারীর সহায়তায় উভয়ে একত্রে লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র লাভ করে থাকেন। এক্ষেত্রে দুর্নীতিবাজ অফিস কর্মচারীদের তৎপরতায় উভয়ের রোল নম্বর হয় পাশাপাশি। ফলে লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্রে উভয়ের আসন বন্টনও করা হয় পাশাপাশি। পরীক্ষায় প্রকৃত প্রার্থী কেবল উত্তরপত্র নিয়ে আঁকাবুঁকি করে থাকেন। মেধাবী উচ্চ শিক্ষিত ডামি প্রার্থী তার উত্তরপত্র পূর্ণ করেন লেখে তারপর এক ফাঁকে উভয়প্রার্থী কেন্দ্রে কর্তব্যরতদের চোখ ফাঁকি দিয়ে উত্তরপত্রের ওপরের পাতা বাদ দিয়ে ভেতরের পাতাগুলো বদল করে ফেলেন। এসব বিষয়ে অনুঘটকের ভূমিকা পালনকারী একটি সূত্র থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। ওই সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এর বাইরে আরো একটি উপায় হচ্ছে অযোগ্য প্রার্থী কর্তৃক মেধাবী উচ্চ শিক্ষিত প্রার্থীর উত্তরপত্র দেখে লেখা। লিখিত পরীক্ষায় এভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভাইভার ক্ষেত্রে আশ্রয় নেয়া হয় রাজনৈতিক তদবির ও চাপের। এভাবে প্রতি বছর নরসিংদীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অযোগ্য প্রার্থী সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করছেন। বিষয়টি অনেকাংশেই স্ব-স্ব উপজেলা এলাকায় প্রায় ওপেন সিক্রেট ব্যাপার। অথচ সামান্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই এই চরম দুর্নীতি রোধ সম্ভব বলে অনেকেই মনে করছেন।

এ ক্ষেত্রে প্রার্থীদের রোল নম্বর ও আসন বন্টন ব্যবস্থায় সতর্কতা ও নিরপেক্ষতা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে পরীক্ষা কেন্দ্রে অযোগ্য এবং মেধাবী ও উচ্চ শিক্ষিত প্রার্থীর মধ্যে উত্তরপত্র বদল বা দেখাদেখি বন্ধ করা প্রয়োজন। এর ফলে একদিকে যেমন তুলনামূলক মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীরা নিয়োগ লাভে বঞ্চিত হচ্ছেন অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষার মানও তরতর করে নিচে নেমে যাচ্ছে।